Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XI, Issue-IV, July 2025, Page No. 8-14
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.13.issue.04W.002

স্বামীজীর ভক্তিতত্ত্বচিন্তনে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্

ড. অর্পিতা নাথ, *সহকারী অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, বাসন্তীদেবী মহাবিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 30.05.2025; Accepted: 10.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

From the very beginning of civilization, questions arose in the minds of humans about the causality of the world. The identity of mindfulness is the eternal question that arises in the human mind. The theory and information of attaining the eternal truth, that is, liberation or moksha, has been established and well-explained through practice and practice in this great country of India for a long time. By combining the words of the Upanishads and the ideology of Swami Vivekananda, we realize that when the devotion of the human mind is awakened, values gradually develop, which helps in achieving the goal of human evolution. The path of devotion has been recognized by Vedanta and Swamiji as an easier path than the path of knowledge or the path of action to practice values and reach the goal of evolution. Although devotional yoga seems to be relatively new among philosophical theories, its seeds were found in the Vedas. Synonyms of the word devotion are- reverence, worship, faith, constant remembrance, nididhyāsana, saṁrādhana, meditation, affection, love, service etc. According to Śāṇḍilyasūtra, regarding the symptom of devotion is– 'Sā parānuraktirīśvare'. Such a great man of the nineteenth century was Swami Vivekananda, in whose eyes and thoughts devotional thoughts were propagated in a new way in the society. According to him, 'sincerely seeking God is Bhakti Yoga'. In Vivekananda's thought – 'Bhakti is greatest path among action, knowledge and yoga. The thought of Bhakti observed in the Śvetāśvataropaniṣad has become a manifestation of the New Vedanta. The relevance of the devotionalism was shown by Swamiji in the formation of values in modern society is the essence of my article, which will be discussed in the light of the Śvetāśvataropaniṣad.

Keywords: Yajurveda, Upaniṣad, Yoga, Bhaktittva, Mokṣa

জল, স্থল, বনতল, পাহাড়-পর্বতাদি জাগতিক ও অতিজাগতিক সকল বস্তু বা বৃত্তান্ত অত্যধিক বৈচিত্র্যময়। বিচিত্রতায় পূর্ণ সব বস্তু কাকতালীয় ভাবে সৃষ্ট নয়। এরূপ ভাবনা যখন মানব মনে উদিত হল তখন তাঁরা আবিষ্কার করলেন কার্য-কারণতত্ত্বকে। এই অনুসন্ধিৎসা থেকেই জন্ম নেয় দর্শনচিন্তার। প্রকৃতপক্ষে তপোবন থেকেই প্রথম ভারতীয় সভ্যতার অভ্যুদয় হয়েছে। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে তথা অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে নিভৃত তপোবনবাসী ঋষিগণের জ্ঞানচর্চার প্রকাশিত রূপ হল বৈদিক উপনিষদসমূহ। প্রাচীন ঋষিগণের যে চিন্তার প্রমাণ বেদ-উপনিষদাদি গ্রন্থে লব্ধ হয়।

কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা
জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখতরেষু
বর্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্।।[১]

ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ একত্র সমবেত হয়ে প্রশ্ন করলেন- ব্রহ্ম কি এই জগৎ সৃষ্টির কারণ? অথবা সর্বভূতের পরিণান-সম্পাদনকারী কাল? তিনি কি নিমিত্ত কারণ, না কি উপাদান কারণ অথবা উভয় কারণ? আমরা কোথা থেকে জন্মগ্রহণ করেছি? জন্মের পর কার দ্বারা জীবনধারণ করে চলেছি? প্রলয়ে কোথায় আমাদের স্থিতি হবে? কার দ্বারা পরিচালিত হয়ে আমরা জীবকুল সুখ-দুঃখের নিয়ম অনুসরণ করে চলেছি?

বেদার্থের সার সঙ্কলনপূর্বক যুক্তির সাহায্যে সেই তত্ত্বের অধিকারী পুরুষের শ্রদ্ধা উৎপাদনে ও তার অপরোক্ষীকরণের জন্য ভারতীয় দর্শনসমূহ নানা স্রোতে প্রবাহিত হয়েছে।[২] অনুকূল বাহ্য প্রকৃতি ও আভ্যন্তরীন নিজস্ব যোগ্যতা ভারতীয় মননশীল চিন্তাবিদদের থাকায় স্বাভাবিকভাবেই উদিত হয়েছে অনন্ত জিজ্ঞাসা- কে আমি? আমার গন্তব্য কোথায়? ব্রহ্ম কি নিমিত্ত কারণ? আমি কার দ্বারা জীবিত? এবং অবশেষে কোথায় অবস্থান করি? কার পরিচালনাধীনে আমাদের সুখ-দুঃখভোগের ব্যবস্থা হয়ে থাকে? ব্রহ্মবাদীগণের এরূপ চিরন্তন জিজ্ঞাসার উত্তরে ঋষি শ্বেতাশ্বতর অত্যন্ত নিপুণতার সাথে বিভিন্ন মার্গের উল্লেখপূর্বক সেই মহান তত্ত্বের প্রতি দিশা নির্দেশ করেছেন। শ্বেতাশ্বতর ঋষি হলেন শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের প্রবক্তা। এই অনন্ত জিজ্ঞাসার অনুরণন শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্। সম্পূর্ণ পদ্যে রচিত, ছয়টি অধ্যায় সমন্বিত আলোচ্য উপনিষদের মন্ত্রসংখ্যা ১১৩টি। শ্বেতাশ্বতর শব্দের সংক্ষিপ্তার্থ হল অতিশয় সংযতেন্দ্রিয়। আলোচ্য উপনিষদের প্রারম্ভে ব্রহ্মবাদী শিষ্যগণ আচার্যের নিকট অনন্তকাল ধরে প্রবহমান কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এরূপ অনন্ত জিজ্ঞাসার পর চিন্তাশীলেরা প্রমাণের সাহায্যে আবিষ্কার করলেন প্রমেয়কে। প্রমেয়কে পেতে সৃষ্টি হল যত মত তত পথ। মত ও পথের বিভাজনে প্রতিষ্ঠিত হল জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগের মুক্তিবিষয়ে স্বসিদ্ধান্ত। এই বিষয়ে লক্ষণীয় যে বৈদিক উপনিষদসমূহের মধ্যে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেই ভক্তির উল্লেখ সর্বপ্রথম।

জ্ঞান, কর্ম, ভক্তিমার্গ বিষয়ক পথ নির্দেশ ভারতীয় চিন্তাবিদদের উচ্চ মনস্কতার পরিচায়ক। মুমুক্ষুর অন্তরে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য থাকে-

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।।[৩]

জ্ঞান, বল, ক্রিয়ারূপ ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যের তারতম্য ব্যক্তি মনে দৃষ্ট হয়। মানুষ নিজেকে জানলেই ঈশ্বরের মতো হয়ে যায়। মূলত সে ঈশ্বরই। যে আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে মানুষ এই পরম সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় তাকে জ্ঞানযোগ বলে। জ্ঞানযোগের অর্থ আত্মজ্ঞানের জন্য মনকে সমাহিত করা। এইরূপ একাগ্রতার ফলে সাধক অবিদ্যা গ্রন্থি ভেদ করে নিজের ও পরব্রহ্মের একাত্মতা উপলব্ধি করেন। গার্হস্থ্যাশ্রমে বাস করে কর্তব্য সম্পাদন করার একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে, যাতে মন ক্রমে পবিত্র হয়ে পরমার্থলাভের যোগ্য হয়ে উঠতে পারে। এই পদ্ধতির নাম কর্মযোগ। জ্ঞান এবং কর্মযোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত অপর অন্যতম পন্থা বা মার্গ হল ভক্তিমার্গ।

দার্শনিক তত্ত্বসমূহের মধ্যে ভক্তিযোগ অপেক্ষাকৃত নবীন মনে হলেও এর বীজ বেদে নিহিত ছিল। 'ভক্তি' শব্দের সমার্থক শব্দ হল- শ্রদ্ধা, উপাসনা, বিশ্বাস, ধ্রুব-স্মৃতি, নিদিধ্যাসন, সংরাধন, ধ্যান, স্নেহ, প্রীতি, সেবা ইত্যাদি। ঋগ্বেদে উল্লিখিত হয়েছে-'বিশ্বে তাতে সবনেষু প্রবাচ্যা'। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে- 'ভগবান রুদ্র স্মর্যতে ন তু দৃশ্যতে।'- প্রভৃতি মন্ত্রে শ্রবণাদি ভক্তিভাবনার সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। বৃহদারণ্যকোপনিষদে- 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যো শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো।'- মন্ত্র দ্বারা ভক্তি ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ের অন্তিম মন্ত্রে সর্বপ্রথম 'ভক্তি' শব্দের সাক্ষাৎ প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভক্তি অর্থে 'ধ্যান' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের শারীরক ভাষ্যে ভক্তি শব্দের প্রয়োগ না করে 'সংরাধন' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। 'সংরাধন' শব্দের অর্থ সম্যক্রূপে আরাধনা করা। আরাধনা ভক্তি শব্দের সমার্থক শব্দ এরূপ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। ভাগবতে রাধা শব্দের ব্যুৎপত্তিতে 'আরাধনা' অর্থ উপলব্ধ হয়। শরণাগতি বা আত্মনিবেদনের দ্বারা সমস্ত সকাম কর্ম ত্যাগপূর্বক ঈশ্বরের নিকট নিজেকে সমর্পন করাই হল ভক্তি। ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় ধর্মীয় ইতিহাসে ভক্তিবাদের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অচৈতন্যভেদাভেদবাদ তাদের মধ্যে অন্যতম। যোগদর্শনে ঈশ্বর-প্রণিধান, উদয়নের ন্যায়কুসমাঞ্জলিতে উপাসনা এবং কুমারিলভট্ট আত্মনিবেদনার্থে 'ভক্তি' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। বৌদ্ধ, জৈন এবং বৈষ্ণবদর্শনে

'ভক্তিবাদ' অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্বক আলোচিত হয়েছে। ভাগবত সংহিতার নবম স্কন্ধে নববিধ ভক্তির বিভাগ বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে-

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোর্স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।[৪]

বৈয়াকরণমতেও দ্রব্যবিশেষের প্রতি অতিশয় শক্তিমাত্রকে ভক্তি বলা হয়, যা অষ্টাধ্যায়ীর ভক্ত্যর্থ প্রকরণে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ভক্তির লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন- "অকপটভাবে ঈশ্বরানুসন্ধানই ভক্তিযোগ; প্রীতি ইহার আদি, মধ্য ও অন্ত। মুহূর্তস্থায়ী ভগবৎ-প্রেমোন্মত্ততা হইতেও শাশ্বতী মুক্তি আসিয়া থাকে। নারদ তদীয় ভক্তিসূত্রে বলিয়াছেন–

> "সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা'। অর্থাৎ ভগবানে পরম প্রেমই ভক্তি । ইহা লাভ করিতে জীব সর্বভূতে প্রেমবান ও ঘৃণাশূন্য হয় এবং অনন্তকালের জন্য তৃপ্তিলাভ করে। এই প্রেমের দ্বারা কোনো কাম্যবস্তু লাভ হইতে পারেনা, কারণ বিষয় বাসনা থাকিতে এই প্রেমের উদয়ই হয়না। কর্ম, জ্ঞান এবং যোগ হইতেও ভক্তি অধিকতরা, কারণ সাধ্যবিশেষই উহাদের লক্ষ্য, কিন্তু ভক্তি স্বয়ং সাধ্য ও সাধনস্বরূপা।"[৫]

ঈশ্বরে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার মাধ্যমে পৌঁছানোকে ভক্তি বলা যায়। প্রকারান্তরে বলা যায় ভগবানে পরম প্রেমই ভক্তি। শাণ্ডিল্য সূত্রানুসারে বলা যায়-'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে'।[৬] অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি পরানুরক্তি ভক্তিরূপে বিবেচ্য। শাণ্ডিল্যসূত্রের ব্যাখ্যাকার স্বপ্নেশ্বর বলেন-

> "ভগবন্মহিমাদিজ্ঞানাদনুপশ্চাজ্জায়মানত্বাদনুরক্তিরিত্যুক্তম্।"[৭]

এর অর্থ হল অনু-পশ্চাৎ ও রক্তি- আসক্তি অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ ও মহিমাজ্ঞানের পর তাঁর প্রতি যে আসক্তি আসে। অতএব বলা যায় সাধারণ পূজাপাঠাদি থেকে আরম্ভ করে ঈশ্বরে প্রগাঢ় অনুরাগ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্য চেষ্টা পরম্পরার নাম ভক্তি। নারদীয় ভক্তিসূত্রে ভক্তির স্বরূপ লক্ষণে বলা হয়েছে- 'সা ত্বস্মিন্ পরম প্রেমরূপা, অমৃতস্বরূপা চ'।[৮] ভক্তির লক্ষণপ্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের বিশিষ্ট ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য মন্তব্য করেছেন-

> "প্রবন্ধেন দর্শিতাখণ্ডৈকরসে সচ্চিদানন্দপরজ্যোতিঃস্বরূপিণি পরমেশ্বরে পরোৎকৃষ্টা নিরূপচরিতা ভক্তিঃ।"[৯]

আলোচ্য উপনিষদের অপর এক প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীমৎ শঙ্করানন্দ ভক্তি শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন-

> "আস্তিক্যবুদ্ধ্যাদিযুক্তা ভজনক্রিয়া কার্যেন্দ্রিয়মনসাং তস্মিন্ সমর্পণমিত্যর্থঃ।"[১০]

ভক্তিলাভের উপায় সম্বন্ধে রামানুজ শ্রীভাষ্যে লিখেছেন- বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ ও অনূর্দ্ধ হতে ভক্তিলাভ হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য অনবসাদ বা বল তথা শক্তি হল ভক্তিলাভের অন্যতম উপায় বা সাধন। তদ্ধেতুক উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে –

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাত্তপসো ব্যাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম।।[১১]

স্বামীজী উক্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলেছেন-

> "এখানে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার দৌর্বল্য লক্ষিত হইয়াছে। বলিষ্ঠ, দৃঢ়িষ্ঠ ব্যক্তিই প্রকৃত শিষ্য হওয়ার উপযুক্ত। দুর্বল, শীর্ণকায়, জরাজীর্ণ ব্যক্তি কী সাধন করিবে? শরীর ও মনের মধ্যে যে অদ্ভুত শক্তি লুক্কায়িত আছে, কোনরূপ যোগাভ্যাসের দ্বারা তাহারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে জাগ্রত হইলেও দুর্বল ব্যক্তি একেবারে খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে। যুবা, সুস্থকায়, সবল ব্যক্তিই সিদ্ধ হইতে পারেন। সুতরাং সিদ্ধিলাভের জন্য মানসিক বল যে পরিমাণে প্রয়োজন, শারীরিক বলও সেই পরিমাণে চাই। ইন্দ্রিয়সংযমের প্রতিক্রিয়া খুব সবল দেহই সহ্য করিতে পারে। অতএব ভক্ত হইতে যাঁহার সাধ, তাঁহাকে সবল ও সুস্থকায় হইতে হইবে।.....যাহার চিত্ত দুর্বল, সেও আত্মলাভে কৃতকার্য হয় না। যে ভক্ত হইতে ইচ্ছুক, সে সর্বদা প্রফুল্ল থাকিবে।"[১২]

যে সমস্ত জীবের চরিত্রে জ্ঞান, ভক্তি এবং যোগের সমন্বয় হয়, সেই মানবচরিত্রই সর্বাপেক্ষা মহৎ। উদাহরণরূপে বলা যায় যেমন উড়বার জন্য পাখির দুটি ডানা ও লেজের প্রয়োজন তেমনি জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগের সমন্বয় মানবের চরিত্রকে যথার্থ মার্গের অধিকারী করে তোলে।

ভক্তির স্বরূপকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- গৌণী ভক্তি ও পরাভক্তি। গৌণীভক্তি হল ভক্তের মুক্তিপথে অগ্রসর হবার প্রথম পর্যায়। এ সময় সাধককে ইন্দ্রিয়াদি সংযমপূর্বক সাকার ইষ্টদ্রব্যে চিত্তস্থাপন করতে হয়। সর্বাগ্রে ইন্দ্রিয়ের সংযতকরণ আবশ্যক। যাতে চিত্ত নির্মল হয়, তার জন্য ইন্দ্রিয়সংযম করা প্রয়োজন। তৎসহ চিত্তকে একাগ্র করার জন্য প্রতীক বা প্রতিমা উপাসনার উপর জোর দিয়েছেন স্বামীজীও। মুক্তিকে ইষ্টদেব বা ইষ্টবস্তু ধরে তাতে চিত্তসংযোগ করার জন্য যে মূর্তির কথা বলা হল তা বেদান্তের সগুণ বা সাকার ব্রহ্ম সদৃশ। "ভাবপ্রবণ বা প্রেমিক লোকের জন্য ভক্তিযোগ। ভক্ত ভগবানকে ভালোবাসিতে চান, তিনি ধর্মের অঙ্গরূপে ক্রিয়াকলাপের এবং পুষ্প, গন্ধ, সুরমা, মন্দির, মূর্তি প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যের উপর নির্ভর করেন এবং সাধনায় তাহাদের প্রয়োগ করেন।"[১৩] গৌণীভক্তি সম্পর্কে স্বামীজীর এরূপ মন্তব্যের সমর্থন মেলে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও। সেখানে হিরণ্যগর্ভকে মুক্তির বিষয়রূপে জেনে ভক্তিমার্গে অগ্রসর হওয়ার প্রথমস্তররূপে কল্পনা করা হয়েছে। মন্ত্রটি হল-

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।।[১৪]

অর্থাৎ যিনি সৃষ্টির আদিতে হিরণ্যগর্ভকে উৎপাদন করেছিলেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যে যিনি বেদ সকলকে প্রকাশ করেছিলেন, আমি মুক্তিমাত্র কামনা করে আত্মবিষয়ক বুদ্ধির প্রকাশক সেই জ্যোতির্ময়ের শরণ গ্রহণ করছি। এরূপ অবস্থায় ভক্ত বা সাধক অদ্বৈত বেদান্তসম্মত সগুণ ও সাকার ব্রহ্মের অর্থাৎ মূর্তি বা প্রতীকে মনোনিবেশ করে ভক্তিমার্গকে অবলম্বন করেন। এই ভক্তি গৌণীভক্তির নামান্তর। প্রাসঙ্গিক মন্ত্রদ্বয় আলোচ্য উপনিষদে দৃষ্ট হয়। যথা-

আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ পরস্ত্রিকালাদকলোঽপি দৃষ্টঃ।
তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং দেবং স্বচিত্তস্থমুপাস্য পূর্বম্।।
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্।।[১৫]

অর্থাৎ সকলের আদি তিনি, তিনিই সবার সংযোগ-সংঘাত-দেহধারণ ও বিশ্বসংসারের নিমিত্ত কারণ। কলাহীন, ত্রিকালাতীত হলেও তাঁকে আমাদের হৃদয়ে দেখা যায়, পাওয়া যায়। সেই বিশ্বরূপ সকল জীবের ও জগতের পূজনীয় আদি দেব, যিনি আমাদের চিত্তে অবস্থান করেন, তাঁর উপাসনা করতে হবে। সর্ব দেবের ঊর্ধ্বে যিনি মহান দেব, সকল জ্যোতির্ময় দেবতার পরম জ্যোতিঃস্বরূপ, সর্ব অধিপতিদেরও যিনি পরম অধিপতি, সেই স্তবনীয়, পূজনীয় ভুবনেশ্বর পরম দেবকে (আমরা) জেনেছি পেয়েছি।

অতঃপর সাধক গৌণীভক্তির সাধনসমূহ সম্পূর্ণ করে পরাভক্তি স্তরে উন্নীত হন। 'পরা' শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠা। ঈশ্বরে পরম অনুরাগই হল পরা ভক্তি। গৌণীভক্তি ও পরাভক্তি এই উভয়প্রকার ভক্তির মধ্যে পরাভক্তিই সর্বোৎকৃষ্ট। এর সাধন হল ত্যাগ। পরাভক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজীর বাণী অবধানযোগ্য। তিনি পরাভক্তি প্রসঙ্গে বলেছেন-

> "এই ঈশ্বরপ্রেম ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া এমন এক ভাব ধারণ করে, যাহাকে পরাভক্তি বলে। যে সাধক ঈশ্বরের প্রতি এরূপ প্রেম লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অনুষ্ঠানের আর আবশ্যকতা থাকেনা, শাস্ত্রের কোন প্রয়োজন থাকেনা; প্রতিমা, মন্দির, ভজনালয়, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়, দেশ, জাতি-এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ভাব ও বন্ধন আপনা হইতেই চলিয়া যায়। কিছুই আর তাঁহাকে বাঁধিতে পারেনা, কিছুই তাঁহার স্বাধীনতা নষ্ট করিতে পারেনা। জাহাজ হঠাৎ চুম্বকপ্রস্তরের পাহাড়ের নিকট আসিলে পেরেকগুলি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়া যায়, আর তক্তাগুলি জলের উপর ভাসিতে থাকে। ভগবৎ কৃপা এইরূপে আত্মার বন্ধন অর্থাৎ তাহার স্বরূপ প্রকাশের বিঘ্নসমূহ অপসারিত করিয়া দেয়, তখন উহা মুক্ত হইয়া যায়'। সুতরাং ভক্তিলাভের উপায়স্বরূপ এই বৈরাগ্যসাধনে কোন কঠোরতা নাই, কোন কর্কশ বা শুষ্ক ভাব নাই, কোনরূপ সংগ্রাম নাই। ভক্তবৃকে তাঁহার হৃদয়ের কোন বাবই

দমন করিতে হয় না, চাপিয়া রাখিতে হয় না, তাঁহাকে বরং সেই সকল ভাব প্রবল করিয়া ভগবানের দিকে চালিত করিতে হয়।"[১৬]

স্বামীজীর মতে সকল প্রকার ভক্তি কেবল পরাভক্তির সোপানমাত্র। সাধকের মন যখন অবিচ্ছিন্নভাবে ভগবানকে স্মরণ করতে থাকে তখনই পরাভক্তির উদয় হয়েছে তা বুঝতে হবে। ভগবানের প্রতি নিঃস্বার্থপ্রেম যখন আধ্যাত্মিকতার ভূমিতে অবতীর্ণ হয়, তখনই তা পরাভক্তিতে পরিণত হয়।

স্বামীজীর এই মননশীলতার সমর্থন মেলে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের মন্ত্রে-

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ।।
একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।।[১৭]

অর্থাৎ অনিত্য পদার্থের মধ্যে তিনিই নিত্য, চৈতন্যযুক্তদের মধ্যে তিনিই মূল চৈতন্য। এক এবং অদ্বিতীয় হয়েও তিনি বহু জীবের সমস্ত ইচ্ছা-কামনার বিধান করেন। তিনি সবার সবকিছুর সমস্ত কারণ। তাঁকে সাংখ্য ও যোগের অভ্যাসের দ্বারা জানা যায়, পাওয়া যায়। সেই পরম দেবকে জানলে সর্ব বন্ধন থেকে মুক্তি হয়। এই বিশ্ব ভুবনের মধ্যে একমাত্র সেই দিব্য সুপর্ণ-সূর্যরূপী পরমাত্মাই আছেন। তিনি অগ্নিরূপে আত্মারূপে প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে নিহিত আছেন। তাঁকে জানলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। মুক্তির আর কোনো পথ নেই।

স্বামীজীর মতে- ভক্তি মানে ভগবানের প্রতি ভালোবাসা। ভগবান সকলের অন্তরে আছেন। অতএব ভক্তির বহিঃপ্রকাশ মানুষ তথা সকল জীবের প্রতি প্রেম ও সেবার মধ্যেই ঘটা উচিত। মূল্যবোধই ভক্তির ভিত্তি। ভক্তিযোগে এক বিশেষ উপকারিতা হল- তা মানবগণকে চরম লক্ষ্য ঈশ্বরে পৌঁছবার সর্বাপেক্ষা সহজ ও স্বাভাবিক পথ। ভক্তি স্বাভাবিকভাবেই মূল্যবোধের উৎস। সেই ভগবানের দিকেই আমাদের নিয়ে যায়। স্বামীজীর একথার সার পরিলক্ষিত হয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে-

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।[১৮]

অর্থাৎ যাঁর পরমেশ্বরের প্রতি পরাভক্তি এবং পরমেশ্বরের প্রতি যেরূপ গুরুর প্রতিও সেইরূপ ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকট উপনিষদ্ কথিত এই সমস্ত বিদ্যা প্রকাশিত হয়, অনুভবগম্য হয়।

বস্তুত প্রকৃত জ্ঞানী এবং ভক্তের মধ্যে বাস্তবিক কোনো বিরোধ নেই। ভক্ত চায় ভগবানের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণের দ্বারা ক্ষুদ্র আমিত্বের বিনাশ করতে। তেমনি জ্ঞানীও মুক্তিলাভের নিমিত্ত আমিত্বকে জঞ্জাল বোধ করে তা ত্যাগের চেষ্টা করেন। অতএব উভয়ের উদ্দেশ্যই এক, যতই জগতে তাঁদের বাহ্যিক প্রভেদ দৃষ্ট হোক না কেন। গীতায় যেমন শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন- 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'। অর্থাৎ সকল কিছু ত্যাগ করে আমার আশ্রয় গ্রহণ করো। সকল পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়ে থাকাতেই সুক্তি লাভ হয়। আর ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরে শরণাগতি হবার সামর্থ্য আসে।

অতএব উপনিষদুক্ত বাণী ও স্বামী বিবেকানন্দের মতাদর্শ-এই উভয়ের সমন্বয় সাধনের দ্বারা এই উপলব্ধি আমাদের মনে জাগ্রত হয় যে, মানবমনের ভক্তিভাব জাগ্রত হলে ক্রমে ক্রমে মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে, যা মানব বিবর্তনের লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে। মূল্যবোধের অনুশীলন ও বিবর্তনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পক্ষে ভক্তিমার্গ জ্ঞানমার্গের বা কর্মমার্গের তুলনায় সহজতর মার্গরূপে বেদান্তে এবং স্বামীজীর কাছে স্বীকৃত হয়েছে। ভক্তিমার্গ অবলম্বন করে মানুষ অনুভব করতে পারে যে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব আত্মাই হল আমাদের তথা জীবের প্রকৃত স্বরূপ। এভাবেই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করে মানব ক্রমে ক্রমে দেবত্বে উন্নীত হয়, তখন সর্বভূতে সর্বজীবে সে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হতে সমর্থ হয়। জগতের সর্বত্র সেই পরম শক্তির উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে। অনুরূপ ভাবনার প্রতিফলন দেখা যায় শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে–

সর্বাজীবে সর্বসংস্থে বৃহন্তে অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি।।[১৯]

অর্থাৎ জীবাত্মা যখন নিজেকে ও সবার প্রেরয়িতা- নিয়ন্তা পরমাত্মাকে ভিন্ন মনে করে, ততক্ষণ সর্বপ্রাণীর জীবন, আধার ও লয়-স্থান এই ব্রহ্মচক্রে ভ্রমণ করতে থাকে। যখন নিজেকে পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন বোধ করে -তাঁর দ্বারা আবিষ্ট হয়, তখন সে অমৃতত্ব লাভ করে।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে- যখন প্রেমের উচ্চতর আদর্শে উপনীত হওয়া যায়, তখন দর্শনশাস্ত্র ফেলিয়া দিতে হয়, কে আর তখন ঐগুলির জন্য ব্যস্ত হইবে? মুক্তি, উদ্ধার, নির্বাণ- এসবই তখন চলিয়া যায়। এই ঈশ্বরপ্রেম সম্ভোগ করিতে পাইলে কে মুক্ত হতে চায়? 'ভগবন, আমি ধন জন সৌন্দর্য বিদ্যা- এমন-কি মুক্তি পর্যন্ত চাই না। জন্মে জন্মে তোমাতে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে'। ... ভক্ত বলেন, আমি জানি- তিনি ও আমি এক, তথাপি আমি তাঁহা হইতে নিজেকে পৃথক রাখিয়া প্রিয়তমকে সম্ভোগ করিব। প্রেমের জন্য প্রেম- ইহাই ভক্তের সর্বোচ্চ সুখ। কোনো ভক্তই প্রেম ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করে না। ...ভগবত প্রেমের এই পবিত্র উন্মত্ততাই কেবল আমাদের সংসার-ব্যাধি অনন্তকালের জন্য আরোগ্য করিতে পারে। ...মানুষ সংসারের সব সম্বন্ধ- যেমন পিতা, মাতা, পুত্র, সখা, প্রভু, প্রণয়ী প্রভৃতি ভাব লইয়া তাঁহার প্রেমের আদর্শ ভগবানের প্রতি আরোপ করিতে থাকেন। তাঁহার নিকট ভগবান এই সর্বরূপে বিরাজিত।[২০]

যুগ যুগ ধরে প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনে চিন্তাশীল ঋষিদের দ্বারা মননঋদ্ধ বেদান্তের তত্ত্ব শাস্ত্রের মধ্যে নিহিত ছিল, সেই শাস্ত্র নিহিত বনের বেদান্তকে ঊনবিংশ শতকের বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় সাধনপূর্বক বিশ্বজনীন ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে মানবকল্যাণের পথ প্রশস্ত করেছেন। মানবীয় মূল্যবোধ ও ব্যবহারিক জগতকে তিনি মিথ্যা বলে প্রচার না করে বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্বকে নতুন আঙ্গিকে সমাজের প্রতিটি গৃহকোণে স্থাপন করেছেন। সেই কারণে তাঁর দৃষ্টিতে সকল মানুষই সমান এবং সকলেই অমৃতের সন্তান। তাঁর প্রিয় উপনিষদ্ বাণী-"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।"[২০] উপনিষদের এই মন্ত্র সেই মনোভাবই পোষণ করে। স্ত্রী-পুরুষ, মুচি, মেথর, চণ্ডাল- প্রভৃতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই অমৃতের সন্তান, সকলের মধ্যেই শিবরূপী ব্রহ্ম বিদ্যমান। সুতরাং জীবই শিব এবং শিবজ্ঞানে জীবসেবাই স্বামীজীর জীবনের মহামন্ত্র। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতেই হয় তাঁর অমোঘ বাণী-

বহুরূপে সম্মুখে তোমা ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।।

তথ্যসূত্র:

১. আপটে, বিনায়ক গণেশ। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্। আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ, পুণা, মন্ত্র - ১/১।
২. তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ, যোগেন্দ্রনাথ। প্রাচ্যবাণী গবেষণা গ্রন্থমালা, ভূমিকাংশ।
৩. আপটে, বিনায়ক গণেশ। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্। আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ, পুণা, মন্ত্র - ৬/৮।
৪. Prabhupada, Swami A. C. Bhaktivedanta. Srimad Bhagavatam(7/1-5). The Bhaktivedanta Book Trust, 1976,California, America, Verse No. - 7/5/23.
৫. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, চতুর্থ খণ্ড। উদ্বোধন কার্যালয়, সম্পাদনা। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, পৃ. -৭।
৬. Sri Shandilya Bhakti Sutras. Tridandi Sri Bhakti Prajnan Yati, Sree Gaudiya Math, 1991, Madras, Sutra No. - 1/2.
৭. Harshanan,Swami. Sandilya Bhakti Sutras with Svapnesvara Bhasya, , Sri Ramkrishna Math, 3rd Ed. 2002, Bangalore, Bhasya No. 1/2.
৮. Sarma, Y. Subrahmanya. Narada's Aphorisms on Bhakti, , The Adhyatma Prakasha Karyalaya, 1938, Mysore, Sutra No. - 1/2-3.
৯. আপটে, বিনায়ক গণেশ। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্। আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ, পুণা, শঙ্করাচার্যকৃত শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ভাষ্য - ৬/২৩।
১০. তদেব, শঙ্করানন্দকৃতা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্দীপিকাটীকা - ৬/২৩।

১১. গম্ভীরানন্দ, স্বামী, সম্পাদনা। উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী(১)। উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ ২০১৩, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, মুণ্ডকোপনিষদ্ - ৩/২/৪।
১২. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, চতুর্থ খণ্ড। উদ্বোধন কার্যালয়, সম্পাদনা। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ কলকাতা, পৃ.-৪৯।
১৩. বিবেকানন্দ, স্বামী। ধর্মসমীক্ষা। উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৭, কলকাতা, পৃ.-৬৪।
১৪. অনির্বাণ,সম্পাদনা। উপনিষৎ-প্রসঙ্গ (সপ্তম খণ্ড), শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ ২০১১,বর্ধমান, মন্ত্র - ৬/১৮।
১৫. তদেব - ৬/৫ এবং ৬/৭।
১৬. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, চতুর্থ খণ্ড। উদ্বোধন কার্যালয়, সম্পাদনা। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ কলকাতা, পৃ.-৫৫
১৭. গম্ভীরানন্দ, স্বামী, সম্পাদনা। উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী(১)। উদ্বোধন কার্যালয়, পুনর্মুদ্রণ ২০১৩ কলকাতা, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ - ৬/১৩ এবং ৬/১৫।
১৮. তদেব - ৬/২৩।
১৯. তদেব - ১/৬।
২০. বিবেকানন্দ, স্বামী। ভক্তিযোগ। উদ্বোধন কার্যালয়। কলকাতা, ১৯৬৩, পৃ.-৬৭-৬৮(নির্বাচিতাংশ)।
২১. গম্ভীরানন্দ, স্বামী, সম্পাদনা। উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী(১)। উদ্বোধন কার্যালয়। সপ্তম সংস্করণ ১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ ২০১৩, কলকাতা।